দৈনিক বাংলা 12/2/80 1

210

বোর্ডের বই সংকট সম্পর্কে পরিবেশক সমিতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

সময়মত বই ছাপা, বাঁধানো ও সরবরাহে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এবারও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বোর্ডের বই এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেও তাদের হাতে পৌঁছাবে না। এছাড়াও স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং এক শ্রেণীর কর্মচারীর দুর্নীতি বই সরবরাহের ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলে বোর্ডের পরিবে-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পরলোকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার

কলকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী (পিটিআই)।—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আজ ভোরে এখানে পরলোকগমন করেন।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। গত একমাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

ডঃ মজুমদার ছিলেন মোগল আমল সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ।

(শেষ-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(১ম পৃঃ পর)

শক সমিতি অভিযোগ করেছে। সমিতি আরো জানিয়েছে, বই সরবরাহের ক্ষেত্রে হয়রানি এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে ইতিমধ্যে দেড়শয়েরও বেশি এজেন্সী বোর্ডের বই নেবার বদলে তাদের জমানতের টাকা ফেরত চেয়ে বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করেছে।

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড পরিবেশক সমিতির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঢাকায় এ পর্যন্ত ৮০ জন এজেন্টের মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে মাত্র ৪ হাজার সেট বই বিতরণ করা হয়েছে। বাংলা বই ছাড়া অষ্টম শ্রেণীর জন্যে এখনো সারা দেশে অন্য কোন বই এজেন্সীকে বরাদ্দ করা হয়নি। নবম শ্রেণীর ইংরেজী র‍্যাপিড রীডার, ইতিহাস, ভূগোল ছাড়া অন্য কোন বই বোর্ড এখনো সরবরাহ করতে পারেনি। সপ্তম শ্রেণীর রচনা বই ছাড়া যেসব বই নেয়া হচ্ছে তার সংখ্যাও খুবই সীমিত।

উক্ত মুখপাত্র আরো অভিযোগ করেছেন যে প্রাইমারী পর্যায়ের বইয়ের চাহিদা (তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া) এবার তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও বোর্ড বাধ্যতামূলকভাবে এসব বই চাপিয়ে দিচ্ছে। এজেন্টদের আপত্তির মুখে তারা এখন বাধ্যতামূলক বই নেবার পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বই সরবরাহের পরিমাণও অর্ধেক করে দিয়েছে। ফলে বাজারে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির মুখপাত্র উল্লেখ করেছেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বোর্ডের বই সরবরাহের ব্যবস্থা হলে বইয়ের এ সংকট এড়ানো সম্ভব হতো।

বাজারে বোর্ডের বইয়ের চড়া দাম সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে পরিবেশক সমিতির মুখপাত্র স্বীকার করেছেন যে বোর্ডের প্রায় ১৬শ এজেন্টের প্রায় বিশ শতাংশই ভুয়া এজেন্ট। মূল্য বৃদ্ধির জন্যে বোর্ডের দুর্বল ব্যবস্থাপন এবং এজেন্ট নিয়োগে দুর্নীতিকে তিনি দায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো অভিযোগ করেন যে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু বোর্ড কর্মচারী নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নামে এজেন্সী নিয়ে বইয়ের কালোবাজারী করছে। এ সম্পর্কে তিনি কয়েকজন কর্মচারী এবং তাদের বইয়ের দোকানের নামও উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে এজেন্সী বরাদ্দ ও নবায়নের ক্ষেত্রে এখনো ব্যাপক দুর্নীতি চলছে।

পরিবেশক সমিতি দেশে পাঠ্য বইয়ের সংকট মোচনের জন্যে এজেন্সীর চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ, পরিবেশন বিভাগে সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ ও এক শ্রেণীর কর্মচারীর দুর্নীতি রোধ এবং সর্বোপরি বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দাবী জানিয়েছেন।

রমেশ চন্দ্র

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অদ্য বন্ধ

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানাচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুতে আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও অফিস বন্ধ থাকবে। তিনি সোমবার কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

ডঃ রমেশ চন্দ্র স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শোকসভা আগামীকাল বুধবার দুপুর বারোটায় টি-এস-সি-তে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কোন ক্লাস হবে না।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। এছাড়াও তিনি ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

ডঃ মজুমদার ইতিহাস বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'হিস্টি অব বেঙ্গলে'র প্রথম খন্ড তিনি সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের তিনি অন্যতম লেখক।